# বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীরণ: একটি পর্যালোচনা

মোঃ জসিম উদ্দিন

খ্যাতিমান রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়ক Alexander Hamilton আজ হতে ২০০ বছর পূর্বে বলেছেন, "The first duty of society is justice" মূলত: সমাজ তথা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আর সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় আইন সহায়তা ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমাজের দরিদ্র, নিপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা বিধান করা। এ কারণে আইনগত সহায়তা ও মৌলিক অধিকার একটি অপরটির পরিপূরক। সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে একমাত্র আইন আদালতের মাধ্যমেই মানুষ তার নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু দারিদ্রতা কিংবা অর্থের অভাবে কেউ যদি তার বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে অথবা আইনের আশ্রয় লাভ করতে না পারে তবে তার অন্য সব মৌলিক অধিকারগুলোও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আইন মানুষে মানুষে কখনো ভেদাভেদ করে না।ন্যায়বিচারের মূল কথাই হলো আইনের চোখে সবাই সমান। আর্থিক দৈন্যতা ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনভাবেই বাধা হতে পারে না। ১৯৬৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত মামলায় (Jackson v. Bishop, Eight Circuit Court of Appeal, USA) বিচারক Harry Blackmun বলেন, "The concept of seeking justice cannot be equated with the value of dollars. Money plays no role in seeking justice." গরীব ও নিঃস্ব মানুষ যাতে আর্থিক দৈন্যতার কারণে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার থেকে কোনোভাবে বঞ্চিত না হয় তার জন্য সরকারি আইন সহায়তা কর্মসূচী। আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর আওতায় বাংলাদেশে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা দেখা গেছে, আইনগত সহায়তা ব্যবস্থার যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ছাড়া এ আইনের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে জনকল্যাণমূলক বহু আইন থাকলেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে এ সব আইনের সত্যিকার সুফল মানুষ পাচ্ছে না। বস্তুত: একটি সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া জনকল্যাণমূলক কোন আইনি কর্মসূচী বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়। বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে ১৯৯৪ ও ১৯৯৭ সনে দু'দুবার রেজুলেশন করা হলেও লিগ্যাল এইড ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিককরণ না হওয়ায় সে সময়কার আইন সহায়তা কর্মসূচী পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। এ কারণে ২০০০ সনে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন পাশ হওয়ার পরপরই সরকার একটি প্রজ্ঞাপন বলে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। সমগ্র বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকলেও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর অভাবে ২০০৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি আইন সহায়তা কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি।

২০০৯ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি সক্ষম ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় সংস্থার জনবল কাঠামো পুন:বিন্যাস করত: প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রথমবারের মতো সংস্থায় পূর্ণকালীন পরিচালক নিয়োগ করা হয়। সংস্থার অফিসসহ

অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি করা হয়। সংস্থার অধীনে দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ও দায়রা জজের নেতৃত্বে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা জজ আদালত ভবনে একটি 'লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করা হয়। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটিকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি সারাদেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়। সুপ্রীম কোর্টে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো হয়। লিগ্যাল এইড বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও প্রবিধানমালা সংশোধন করা হয়। দরিদ্র জনগণকে আইনগত পরামর্শসহ তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হটলাইন সার্ভিস চালুর পাশাপাশি সংস্থার সেবাধর্মী কার্যক্রমকে ডিজিটাইলাইজ করার জন্য ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া আইন সহায়তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশনে টিভিসি সম্প্রচার শুরু করা হয়েছে।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এখন এদেশের দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এটি সারা দেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র সাড়ে চার বছরে বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের চিত্র পুরোপুরি পাল্টে গেছে। সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের এ অগ্রগতিতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিচারক ও আইনজীবীগণের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত: জেলা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে জেলা ও দায়রা জজগণের অক্লান্ত পরিশ্রম সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে বিগত ৪ বছর যাবত সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীরণের প্রক্রিয়া বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে চলমান আছে। সংস্থার চেয়ারম্যান ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সংস্থার পরিচালক মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি অনেক বেশী সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়েছে।

লিগ্যাল এইড বিষয়ক আইনটি পাশ হওয়ার পর ২০০০ সাল থেকে শুরু করে চলতি বছর পর্যন্ত সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নে কর্মকান্ডের সময়কাল ভিত্তিক একটি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

| সময়কাল | লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের অগ্রগতি |
|---|---|
| ২০০০-২০০১ | • আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ পাশ<br>• নীতিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন |
| ২০০১-২০০৮ | • দৃশ্যমান বা উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই। |
| ২০০৯-২০১০ | • লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন শুরু<br>• কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সারাদেশে অফিস স্থাপন<br>• প্রধান কার্যালয়ে জনবল নিয়োগসহ সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি<br>• লিগ্যাল এইড কার্যক্রম বিষয়ক রেকর্ড কিপিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন<br>• সরকারি আইন সহায়তা বিষয়ক বিভিন্ন পলিসি ডকুমেন্ট প্রস্তুত<br>• জেলা তথ্য অফিস ও প্রিন্ট মিডিয়াকে |

| | |
|---|---|
| | জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ<br>• লিগ্যাল এইড তহবিলের ব্যবহার যথাক্রমে ৭২% ও ৮৬% এ উন্নীতকরণ |
| ২০১১-২০১২ | • সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ<br>• জেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো প্রতিষ্ঠা<br>• লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ ও ফরম রেজিস্ট্রার চালু<br>• লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে ডিজিটাইজেশন আনয়ন<br>• তথ্য মন্ত্রণালয়সহ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে প্রচার প্রচারণায় সম্পৃক্তকরণ<br>• লিগ্যাল এইড তহবিলের ব্যবহার ১০০% এ উন্নীতকরণ<br>• প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ |
| ২০১৩-চলমান | • ২৮ এপ্রিল কে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ঘোষণা ও উদযাপন<br>• জেলা পর্যায়ে জনবল নিয়োগসহ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি<br>• লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের ক্ষেত্র ও পরিধি বৃদ্ধি<br>• আইন সংশোধন এবং নতুন নীতিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন (চলমান) |

এটি দূভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে, ২০০০ সাল হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম শুধুমাত্র আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এসময় একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান প্রতিষ্ঠা করা হলেও অফিস স্থাপন করে সংস্থার জন্য কোনরূপ জনবল নিয়োগ করা হয়নি। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের একজন যুগ্ম সচিব নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে সংস্থার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতেন। সংস্থার পূর্ণকালীন কোন পরিচালক না থাকায় সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম শুরুতেই বাধাগ্রস্থ হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে এ কার্যক্রম কাঙ্খিতমাত্রায় বিকশিত হয়নি। মূলত: ২০০৯ সালের পর সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং অদ্যাবধি তা অব্যাহত আছে। নিম্নে বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও এর প্রভাব তুলে ধরা হলোঃ

| সময়কাল | গৃহীত উদ্যোগ | আইন সহায়তা কর্মসূচীতে এর প্রভাব |
|---|---|---|
| ১৯৯৪ | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কমিটি গঠনের বিষয়ে প্রথম সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যাহার | এই রেজুলেশনের আওতায় ৪৮টি জেলায় আইনগত সহায়তা কার্যক্রম চালু করা হয় এবং প্রত্যেক জেলা কমিটির অনুকুলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু সাফল্যের চিত্র ছিল খুবই হতাশাব্যাঞ্জক। |

| | | |
|---|---|---|
| | রেজুলেশন নং-০৮; | |
| ১৯৯৭ | • আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়, যাহার রেজুলেশন নং-৭৪;<br>• ২০০০ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ পাস করা হয়, যাহা ২০০০ সনের ৬নং আইন; | • ১৯৯৪ সনের রেজুলেশন বাতিল পূর্বক নতুন করে ৭৪নং রেজুলেশন গৃহীত হয়। এই মাধ্যমে জেলা আইনগত সহায়তা কমিটি পুর্নগঠনের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে একটি আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু সাফল্যের চিত্র আশানুরূপ নয়।<br>• এ আইনের পাশের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এদেশের দরিদ্র মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য এটি একটি অসাধারণ উদ্যোগ। |
| ২০০০ | • সরকারি প্রজ্ঞাপন (এস,আরও,নং ১১৯-আইন/২০০০) বলে ২৮ এপ্রিল ২০০০ তারিখকে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর কার্যকরের তারিখ ঘোষণা করা হয়;<br>• সরকারি প্রজ্ঞাপন (এস,আরও,নং ১৪৬-আইন/২০০০) বলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়; | • ২০০০ সনের ২৮ এপ্রিল থেকে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ কার্যকর করা হয়।<br>• সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারী করা হলেও সংস্থার জনবল কাঠামো না থাকায় ২০০৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। |
| ২০০১ | • ২০০১ আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০০১ প্রণয়ন;<br>• আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০০১ প্রণয়ন; | • এ নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রাপকের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।<br>• আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও প্যানেল আইনজীবীর ফি এর হার ও ফি পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। |
| ২০০৪ | • সরকারি প্রজ্ঞাপন (এস,আরও,নং ২৬৪ আইন/ ২০০৪) বলে আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০০১ এর সংশোধন;<br>• বিশ্বব্যাংক কর্তৃক “to recommend ways for an improved (National Legal Aid Services Organization) to | • আইনজীবীর প্রাপ্য ফি নির্ধারণসহ আইন সহায়তার জন্য সাদা কাগজের পরিবর্তে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরম সন্নিবেশিত করা হয়।<br>• বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষায় বেশকিছু সুপারিশ করা হলেও এগুলো বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। |

| | | |
|---|---|---|
| | become fully functional as an effective legal aid organization"শীর্ষক সমীক্ষা পরিচালনা;<br>• Canadian International Development Agency (CIDA) এর কারিগরী সহায়তায় যশোর এবং গাজীপুর কে পাইলট জেলায় রূপান্তর করত: বাংলাদেশ লিগ্যাল রিফর্ম প্রজেক্ট (বিএলআরপি) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ; | • পাইলট জেলাসমূহের আইন সহায়তা কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হয়। কিন্তু সংস্থার নিজস্ব কোনো জনবল না থাকায় কার্যকর তদারকি সম্ভব হয়নি । |
| ২০০৫ | ২০০৫ আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের নিমিত্তে আইন কমিশন একটি প্রতিবেদন প্রকাশপূর্বক সম্ভাব্য সংশোধনীর একটি রূপরেখা প্রদান করেন; | আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এ 'আইনগত সহায়তা'র সংজ্ঞায় দেওয়ানি কার্যবিধি আইন ১৯০৮ এ ধারা ৮৯এ ও ৮৯বি অনুযায়ী পরিচালিত মধ্যস্থতাকারী ও আরবিট্রেটরদের ফি প্রদানকে অন্তর্ভূক্ত, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধি, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক, জেলা তথ্য কর্মকর্তা এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতিনিধি কে জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ প্রদান। |
| ২০০৯ | • জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থায় প্রথম পূর্ণকালীন পরিচালক নিয়োগ;<br>• জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অফিস স্থাপন;<br>• সরকারি প্রজ্ঞাপন বলে আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০০১ এর সংশোধন;<br>• জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সাংগঠনিক | • পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে সংস্থা প্রথমবারের মতো পূর্ণশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে।তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো জোরদার হয়।<br>• অফিস স্থাপনের ফলে সংস্থার কার্যক্রম আরো কার্যকর, গতিশীল ও সুসংগঠিত হয়। সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক আবহ তৈরি হয়।<br>• নীতিমালায় বর্ণিত 'অসচ্ছল'বা 'আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি'র বার্ষিক গড় আয় ৩,০০০ টাকার পরিবর্তে ৩০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে সরকারি খরচে আইন সহায়তা প্রাপকের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়।<br>• সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণের মাধ্যমে সংস্থা কার্যক্রম একটি স্থায়ী রূপ লাভ করে। সংস্থার জন্য ১৪টি পদের একটি কাঠামো |

| | | |
|---|---|---|
| | কাঠামো অনুমোদন; | নির্ধারন করা হয়। |
| ২০১০ | • বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম চালু;<br>• পার্বত্য তিন জেলায় লিগ্যাল এইড কার্যক্রম চালু;<br>• বাংলাদেশ লিগ্যাল রিফর্ম প্রজেক্ট (বিএলআরপি) এর সহায়তায় ঢাকাস্থ কারাগার ও হাজতখানায় আটক বন্দীদের তাৎক্ষণিক আইনি সেবা দেয়ার লক্ষ্যে ডিউটি কাউন্সেল (Duty Counsel)নামক কর্মসূচী শুরু;<br>• সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (GO-NGO joint collaboration) কর্মসূচী বাস্তবায়ন;<br>• সরকারি প্রজ্ঞাপন (এস,আরও,নং ১৫৩-আইন/২০১০) বলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১০ প্রণয়ন; | • আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এ সুপ্রীম কোর্ট বিষয়ক নানা সীমাবদ্ধতা থাকায় সেখানে পুর্ণাঙ্গ আইনি সেবা চালু করা সম্ভব না হলেও জেল আপীল মামলার ক্ষেত্রে সরকারি আইনি সেবা দেয়ার লক্ষ্যে একটি আইনজীবী প্যানেল গঠন করা হয়।<br>• পার্বত্য জেলাসমূহে লিগ্যাল এইড কার্যক্রম সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ আইন সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আসে।<br>• ডিউটি কাউন্সেল কর্মসূচীটি কারাগার ও হাজতখানায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় দুইজন স্টাফ ল'ইয়ার প্রতিদিন সরেজমিনে জেল হাজতে গিয়ে কারাগারে আটক বা বিচারপ্রার্থীদের নানারকম আইনি সেবা দিত।<br>• বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা হয়। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সাথে সংস্থার নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়।<br>• সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়াদি একটি আইনি কাঠামোর আওতায় আসে। |
| | • সরকারি প্রজ্ঞাপন (এস,আরও,নং ০৬/২০১১-আইন বলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব ও কার্যাবলী ইত্যাদি) | • স্থানীয় পর্যায়ে প্রথমবারের মতো সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরী হয়। তৃণমূল পর্যায়ে আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়<br>• জেলা কমিটিতে চীফ জুডিসিয়াল |

| | | |
|---|---|---|
| ২০১১ | প্রবিধানমালা, ২০১১ প্রণয়ন;<br>• আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ জাতীয় সংসদে পাশ;<br>• সরকারি প্রজ্ঞাপন (এস,আরও,নং ১৯৩-আইন/২০১১ বলে আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০০১ এর সংশোধন;<br>• সংস্থার জাতীয় পরিচালনা বোর্ডের ২৬ তম সভায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার নিজস্ব লোগো অনুমোদন;<br>• বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষে MoU স্বাক্ষর;<br>• সরকারি প্রজ্ঞাপন (এস,আরও,নং ২৬২-আইন/২০১১ বলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০০১ এর সংশোধন;<br>• ২৫টি জেলার লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফকে বিএলআরপির সহায়তায় যশোরের রুরাল রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশন (আর.আর.এফ) ট্রেনিং সেন্টারে লিগ্যাল এইড অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;<br>• ২০টি জেলার লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফকে বিএলআরপির সহায়তায় | ম্যাজিস্ট্রেট, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান ও গণমান্য ব্যক্তিগণের অর্ন্তভূক্তি। বোর্ডের তহবিলের অর্থ মন্ত্রী ও সদস্য সচিবের পরিবর্তে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব এবং সংস্থার পরিচালক এর যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন।<br>• অসচ্ছল বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তির সংজ্ঞায় বার্ষিক গড় আয় যথাক্রমে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকায় এবং মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে ৬ হতে ৭৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়।<br>• সংস্থা নিজস্ব আত্মপরিচয় অর্জন করে। সংস্থার স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।<br>• বেসরকারি সংস্থার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্র তৈরী হয়।<br>• প্যানেল আইনজীবীগণের প্রাপ্য ফি'এর হার নির্ধারণ, মামলার স্তর ভিত্তিক ফি প্রণয়ন, ফি এর হার বৃদ্ধি, জেলা কমিটির প্রচার-প্রচারণা ও আনুষাঙ্গিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি।<br>• লিগ্যাল এইড অফিসস্টাফগণ সরকারি আইন সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। |

| | | |
|---|---|---|
| | রাজশাহীস্থ আশ্রয় ট্রেনিং সেন্টারে লিগ্যাল এইড অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;<br>• ২১টি জেলার লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফকে বিএলআরপির সহায়তায় কুমিল্লা বার্ড ট্রেনিং সেন্টারে লিগ্যাল এইড অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;<br>• সংস্থার রিপোর্টিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষে জেলা কমিটি কর্তৃক অনুসৃত ১৯টি ফরম ও রেজিস্টারের ব্যবহার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু;<br>• সংস্থার চেয়ারম্যান এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সংস্থার নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.nlaso.gov.bd) উদ্বোধন;<br>• সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এড. জনাব শেখ গোলাম রসুলকে 'শ্রেষ্ঠ প্যানেল আইনজীবী পুরষ্কার ২০১১' প্রদান;<br>• সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম বিষয়ে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার নিমিত্তে গ্রামীণফোনের ৩টি নম্বর সম্বলিত একটি হট লাইন সার্ভিস চালু করা হয়; | • লিগ্যাল এইড অফিসস্টাফগণ সরকারি আইন সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়।<br>• লিগ্যাল এইড অফিসস্টাফগণ সরকারি আইন সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়।<br>• সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। আইন সহায়তা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অফিসকে কার্যকরভাবে তদারকি করার সুযোগ তৈরি হয়।<br>• সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে ডিজিটাইজেশন করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আইন সহায়তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়।<br>• জাতীয় ভাবে প্রথমবারের মতো এরূপ পুরষ্কার প্রদান করায় অন্যান্য প্যানেল আইনজীবীগণের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।<br>• হটলাইন চালুর মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হয় এবং সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম আরো গণমুখী ও জনগণ সম্পৃক্ত হয়। |
| | • সংস্থার জাতীয় পরিচালনা বোর্ডের ২৭তম সভায় জাতীয় আইনগত সহায়তা | • কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সংস্থার আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হয়। |

| | | |
|---|---|---|
| ২০১২ | প্রদান সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা অনুমোদন;<br>• সারাদেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন;<br>• বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে লিগ্যাল এইড কে অর্ন্তভূক্তকরন;<br>• সারাদেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কামটি বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন<br>• ডি.এন.এ টেস্টসহ মামলার আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রদান;<br>• জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের পদায়ন শুরু;<br>• ৬৪টি জেলায় লিগ্যাল এইডের প্যানেল আইনজীবীদের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন;<br>• সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ চালু; | • তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের বিস্তার ঘটে।<br>• সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে বিচারকদের জানার সুযোগ তৈরী হয়।<br>• তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন হয়।<br>• পারিবারিক মামলাসহ অন্যান্য মামলায় দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের ডি.এন.এ টেস্টসহ মামলার অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সরকারি আইন সহায়তা তহবিল হতে বরাদ্দের কারণে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ উপকৃত হচ্ছে।<br>• বিচারকগণকে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার হিসবে পদায়ন করায় স্থানীয় পয়ায়ে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম পূর্ণতা পায়। লিগ্যাল এইড কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর, গতিশীল ও শক্তিশালী হয়।<br>• প্যানেল আইনজীবীগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং মামলা মোকদ্দমায় পরিচালনায় গতিশীলতা আসে।<br>• জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম তদারকির জন্য সংস্থার প্রধান কার্যলয়ে ইলেকট্রনিক রির্পোটিং ব্যবস্থা চালুর ফলে তদারকিমূলক কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে। |
| | • ২৮ জানুয়ারী, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মন্ত্রীসভার বৈঠকে ২৮ এপ্রিল তারিখকে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ঘোষণা করা হয়।<br>• শ্রমিক আইন সহায়তা সেল চালু;<br>• সংস্থার জাতীয় পরিচালনা | • বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ঘোষণার ফলে সারা দেশে লিগ্যাল এইড বিষয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।<br>• দরিদ্র শ্রমিকগণকে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। ফলে শ্রমিকদের ন্যায় বিচারে প্রবেশের সুযোগ পায়। |

| | | |
|---|---|---|
| ২০১৩ | বোর্ডের ২৮তম সভায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের নির্দেশিকা ম্যানুয়েল অনুমোদন;<br>• জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকগণকে সাভারস্থ ব্র্যাক সিডিএম সেন্টারে তিন দিন ব্যাপী লিগ্যাল এইড অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান; | • ম্যানুয়েল অনুমোদনের ফলে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারিত হয়। জেলা লিগ্যাল এইড অফিস আরো গতিশীল ও সেবাবান্ধব হয়।<br>• লিগ্যাল এইড অফিসের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অফিস স্টাফগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আরো দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। |
| | • কক্সবাজারস্থ হোটেল সী-প্যালেসের সম্মেলন কেন্দ্রে ÔEffective Legal Aid Management' শীর্ষক ৩ (তিন) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান;<br>• আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ সংশোধনের নিমিত্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর খসড়া তৈরি এবং প্রস্তাবিত আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে উত্থাপনের পূর্বে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভার নিকট উপস্থাপন; | • নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণকে ÔEffective Legal Aid Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি শক্তিশালী করণ, লিগ্যাল এইড ব্যবস্থায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োগ, ক্লায়েন্ট কাউন্সেলিং কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।<br>• প্রস্তাবিত আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ পাশ হলে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। সুপ্রীম কোর্টের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ের চৌকি আদালতসমূহেও দরিদ্র ও অসহায় মানুষের আইনগত সহায়তা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকগণ নায্য মজুরি আদায়সহ শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্তে সরকারি খরচে আইনের আশ্রয় লাভ করতে সক্ষম হবে। সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হবে। |

সংস্থা নানা উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথে বেশ এগিয়ে গেলেও রাতারাতি এটি সম্ভব নয়। এটি একটি দীর্ঘ চলমান প্রক্রিয়া। ২০০৯ সালে প্রকাশিত ÔCapacity Development Results Framework শীর্ষক বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কয়েকটি উপাদানকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলোঃ

১. স্থায়ীত্ব অর্জনে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি,

২. প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে ভিশন ও মিশন অর্জনে সক্ষম করে তোলা,

৩. কার্যক্রমের গুণগত ফলাফল নিশ্চিত করা এবং

৪. সেসব বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যেগুলো সংশোধন ও বিয়োজন প্রয়োজন।এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (Capacity Building) সৃষ্টির একটি স্বীকৃত প্রক্রিয়া (Cycle) রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টির এ প্রক্রিয়াটি (Cycle) হলোঃ

সক্ষমতা যাচাই **>** চাহিদা নিরূপন **>** চাহিদা অনুযায়ী কৌশল নির্ধারণ **>** বাস্তবায়ন **>** মূল্যায়ন

সংস্থা ইতিমধ্যে স্বীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্থা ও জেলা লিগ্যাল এইড অফিসসমূহের সক্ষমতা যাচাই করে নিয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টিং, যোগাযোগ ও সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে সংস্থার আওতাধীন জেলা কমিটি সমূহের চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মশালা, আলোচনা সভা ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমে ইতিমধ্যে কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছে। এসব কৌশলপত্র চূড়ান্ত করে ২০১২ সালে আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা সম্বলিত সংস্থার একটি কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Plan) প্রণয়ন করা হয়ছে। এখন এটির সফল বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের পালা।

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ভবিষ্যত পথ পরিক্রমা

১. সংস্থার সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পূর্বক নিজস্ব ভবনে সংস্থার একটি আধুনিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা;

২. সংস্থাকে পরিচালকের কার্যালয় হতে মহা-পরিচালকের কার্যালয়ে রূপান্তরিত করা;

৩. সংস্থার বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো আরো বর্ধিত ও সম্প্রসারিত করা;

৪. বিদ্যমান আইনের সংস্কার করে লিগ্যাল এইড বিষয়ে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো গড়ে তোলা;

৫. প্যানেল আইনজীবী নীতিমালা, সরকারি আইনি সেবার মানদন্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা, শ্রমিক বিষয়ক পৃথক লিগ্যাল এইড ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আইন সহায়তা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কৌশলপত্র, কাউন্সেলিং কৌশল ও নীতিমালা ও মধ্যস্থতা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৬. বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, সুপ্রীমকোর্ট বিষয়ক কমিটি গঠন এবং জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি;

৭. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ লাগানো;

৮. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য এজলাস, সেরেস্তাসহ অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত স্থায়ী অফিস স্থাপন করা;

৯. ৬৪টি জেলায় পূর্ণকালীন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ করা;

১০. সামগ্রিকভাবে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

১১. উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করা, জেলা কমিটির সাথে উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির নেটওয়ার্ক জোরদার করা;

১২. বার কাউন্সিল, বার এসোসিয়েশন, জেলা তথ্য অফিস, এনজিও ও গণমাধ্যমকে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ;

১৩. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কারিকুলামে লিগ্যাল এইডকে পাঠ্যসূচী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা;

লেখকঃ সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী জজ), জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
সূত্রঃ লিগ্যাল এইড জার্নাল বিশেষ সংখ্যা-২০১৩